২৪ নভেম্বর ২০১৬

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক দিবস ২০১৬

অধিকার এর বিবৃতি

২৫ নভেম্বর নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক দিবস। ১৯৮১ সালে লাতিন আমেরিকায় এক সম্মেলনে ২৫ নভেম্বরকে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা দেয়া হয়। ১৭ ডিসেম্বর ১৯৯৯, জাতিসংঘ এ দিবসটি পালনের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়। এই বছর ২৫ নভেম্বর দিবসটি পালনে ১৭ বছর হলেও নারীরা প্রতিনিয়ত সহিংসতার শিকার হচ্ছে। বাংলাদেশে নারীদের প্রতি সহিংসতা ব্যাপক। নারীরা পারিবারিক সহিংসতা, যৌতুক সহিংসতা, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ, যৌন হয়রানিসহ বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা এবং বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। এছাড়া বাল্য বিবাহের কারণে অনেক মেয়ে শিশুদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। নারীর অবস্থানকে সর্বক্ষেত্রে বৈষম্যহীন করতে এবং নারীর চলাচলকে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করতে অবশ্যই এ সকল সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। ২০১৬ সালের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো নারীর প্রতি সহিংসতা অবসানের লক্ষ্যে অর্থ সংগ্রহ (Raise money to end violence against women)।

অধিকার এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১ জানুয়ারি ২০০১ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত যৌতুক সহিংসতার কারনে ৩০৬৮ জন নারীকে হত্যা এবং ২০৩৬ জন নারী শারীরিকভাবে নিগৃহীত হয়েছেন। যৌতুক সহিংসতা সইতে না পেরে ২১৯ জন নারী আত্মহত্যা করছেন বলে জানা গেছে। এই সময়কালে ৬১২৮ জন নারী ও ৫৮৪২ জন মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এছাড়াও ১ জানুয়ারি ২০১৪ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত ২৮৮ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণ চেষ্টার শিকার হয়েছেন। ১ জানুয়ারি ২০০৩ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত ১২৪৬ জন নারী ও মেয়ে শিশু এসিড সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এছাড়া ১ জানুয়ারি ২০১০ থেকে অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত ২৪৪০ জন নারী বখাটে কর্তৃক যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রেই অপরাধীর শাস্তি হয়নি।

আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ না হওয়া, দুর্বল বিচার ব্যবস্থা, পুলিশ প্রশাসনে দুর্নীতি, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার কারনে অপরাধীরা ক্রমাগত দায়মুক্তি পেয়ে যাচ্ছে। ফলে আইনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না এবং অপরাধীরা এ ধরনের সহিংস ঘটনা পুনরায় ঘটানোর জন্য উৎসাহিত হচ্ছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধের লক্ষ্যে *অধিকার* এর সুপারিশ সমূহঃ

১. বিচার বিভাগকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে ও নারীর প্রতি সহিংসতার মামলা গুলোর দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে;
২. রাজনৈতিক বিবেচনায় নারীর প্রতি সহিংসতার মামলাগুলো প্রত্যাহার করা যাবে না;
৩. প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম, পাঠ্যবইসহ সর্বস্তরে দীর্ঘকালীন সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;
৪. সহিংসতার শিকার নারী ও সাক্ষীর নিরাপত্তার জন্য আইন করে তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে;
৫. নারীর প্রতি সহিংসতা অবসানের লক্ষ্যে সংগৃহীত অর্থ যাতে দুর্নীতির কবলে পড়ে অপব্যবহার না হয় সেজন্য স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।